হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল উপলক্ষ্যে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও খ্যাতনামা মুসলিম ও অমুসলিম চিন্তাবিদগণের অভিমত

সংকলনঃ মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

(১)

পাঞ্জাবের 'উকীল' পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলানা আবুল কালাম আযাদের অভিমত ঃ—

"তিনি এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহার লিখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল । তাঁহার মস্তিষ্ক মূর্তিমান বিস্ময় ছিল । তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কিয়ামত সদৃশ। তাঁহার অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হইত । তাঁহার দুইটি মুষ্ঠি বিজলীর ব্যাটারীর মত ছিল । তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন । তিনি প্রলয়-বিষাণ হইয়া নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করিতেন । তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ।"

"ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন— তাঁহার এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছে । খৃষ্টান ও আর্য-সমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি কোন পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নহেন । আজ যখন তাঁহার এই মহান লিটারেচার স্বীয় কার্যকারিতা পূর্ণ করিয়াছে তখন ইহার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আমাদের স্বীকার করিতে হয় । ....হিন্দুস্থানের ধর্মীয় জগতে ভবিষ্যতে আর এরূপ শান ও মর্যাদা সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্ম লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

তাঁহার সেই মহান আন্দোলন যাহা আমাদের শত্রুগণকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্খা ।"

(অমৃতসর হইতে প্রকাশিত 'উকিল' পত্রিকা, ২০শে জুন ১৯০৮ইং)

(২)

দিল্লীর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ঃ

"আর্যসমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মরহুম (হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ) যে ইসলামী খেদমত করিয়াছেন, উহা বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য । তিনি মোনাযেরার (ধর্মীয় বাকতর্কের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানে এক নূতন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছেন । একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করিতেছি যে, কোন বড় হইতে বড় আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তাহার মুখ খুলে । যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে নয়, বরং সমগ্র হিন্দুস্তানে তাঁহার পর্যায়ে শক্তিশালী লেখক নাই । তাঁহার রচনা নিজ শাণে সম্পূর্ণ অপূর্ব এবং বস্তুতঃ তাঁহার কোন কোন লেখা পড়িলে আত্মবিভোর হইতে হয় । তিনি কঠোর বিরুদ্ধাচরণ এবং কুট সমালোচনার অগ্নিসাগর পার হইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হইয়া ছিলেন ।" ('কার্জন গেজেট', দিল্লী, ১লা জুন ১৯০৮)

(৩)

এলাহাবাদ হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করে ঃ

"স্বীয় দাবীর ক্ষেত্রে মির্যা সাহেবের কখনও সামান্যতম সন্দেহ ছিল না এবং তিনি পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতন যে, তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হয় এবং তাঁহাকে এক অসাধারণ অলৌকিক শক্তি দান করা হইয়াছে । একবার তিনি তাঁহার মোকাবেলার নিদর্শন দেখাইবার জন্য বিশপকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন ।

ইহাতে বিশপ হতভম্ভ হইয়া গিয়াছিল । পক্ষান্তরে মির্যা সাহেব স্বয়ং নিদর্শন দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন"(পাইওনিয়ার, ৩০শে মে ১৯০৮ইং)

(৪)

অল ইণ্ডিয়া ক্রীশ্চেন এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ ওয়াল্টার, এম, এ, তাঁহার প্রণীত পুস্তক 'আহ্‌মদীয়া মুভমেন্ট'-এ লিখিয়াছেন ঃ

"ইহা সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে, মির্যা সাহেব স্বীয় স্বভাব গুণে সরল ও উদার এবং মহানুভব ছিলেন । তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হইতে পরিচালিত কঠোর বিরোধিতা ও নির্যাতনের মোকাবেলায় তিনি যে তাঁহার নৈতিক বল ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রশংসনীয় । একমাত্র আকর্ষণীয় চুম্বকশক্তি ও আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিই সেই সকল লোকের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হয়, যেরূপ কমপক্ষেও তাঁহার মান্যকারী দুই ব্যক্তি আফগানিস্তানে নিজেদের আকীদার উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন — তথাপি মির্যা সাহেবের অঞ্চল পরিত্যাগ করেন নাই । আমি প্রবীণ আহ্‌মদীদের কয়েকজনকেই তাহাদের আহ্‌মদী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের বেশীর ভাগই মির্যা সাহেবের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রভাব ও আকর্ষণ শক্তি এবং চুম্বক-সুলভ ব্যক্তিত্বকেই উহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

মির্যা সাহেবের মৃত্যুর আট বৎসর পরে ১৯১৬ইং সনে আমি কাদিয়ানে গিয়া এরূপ এক জামা'ত দেখিতে পাই, যাহাদের মধ্যে ধর্মের জন্য সত্যিকার ও শক্তিশালী উদ্যম ও উদ্দীপনা বিরাজমান, যাহা হিন্দুস্থানের অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আজ পরিলক্ষিত হয় না । কাদিয়ানে যাইয়াই মানুষ ইহা উপলব্ধি করিতে পারে যে, একজন মুসলমান ঈমান ও মহব্বতের যে রূহ্ সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে বৃথা তালাশ করে,উহা সে একমাত্র আহ্‌মদের জামা'তের মধ্যে পর্যাপ্ত ও বিপুল পরিমাণে পাইবে ।"

(৫)

"মাশরিক" পত্রিকার সম্পাদক আহ্‌মদীয়া জামা'তের ঘোর বিরোধী হওয়া সত্বেও তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ

"আমরা ইহা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এখনও নিঃসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীনভাবে বলিতে পারি যে, বর্তমানে আহ্‌মদীগণ যেভাবে ইসলামের সত্যিকার খেদমত করিতেছেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্টতম খেদমত অপর কোন ফের্‌কা বা দল কর্তৃক সাধিত হইতেছে না । সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে । আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য বটে, কিন্তু কেবল আহ্‌মদীয়া জামা'তই উহার কার্য-ক্ষেত্রে সফলকাম হইতেছে ।" (গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'মাশরিক', ৮ই জুলাই ১৯২৭ইং)

(৬)

লায়েলপুর (পাকিস্তান) হইতে প্রকাশিত আহ্‌মদীয়াতের ঘোর বিরোধী সাপ্তাহিক 'আল্-মিম্বার',-এর সম্পাদক সাহেব তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"কাদিয়ানী মতবাদের মধ্যে হিতকর কাজে যে নিপুণতা রহিয়াছে, ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল তাহাদের সেই মহান প্রচেষ্টা, যাহা তাহারা ইসলামের নামে যে প্রচারকার্য বহির্দেশে পরিচালনা করিতেছে । তাহারা বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় কোরআন শরীফ তরজমা করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করিতেছে, ত্রিত্ববাদের মতবাদ খণ্ডন করিতেছে ও বিদেশে মসজিদ নির্মাণ করিতেছে এবং যে-স্থানেই সম্ভব ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্মরূপে উপস্থাপিত করিতেছে ।" [লায়েলপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'আল্-মিম্বার', ১০ই আগষ্ট ১৯৫৬ইং]

(৭)

আহ্‌মদীয়া মতবাদের ঘোর বিরোধী মিশরীয় পত্রিকা "আল্ ফাতাহ্"-এর সম্পাদক সাহেব তাঁহার সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছিলেন ঃ

"আমি যখন সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন কাদিয়ানীদিগের আন্দোনলটিকে বিস্ময়কর পাইলাম । তাহারা বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের আওয়াজ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে ।"

অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় আহ্‌মদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রচার-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে প্রশংসামূলক বক্তব্য রাখিয়া তিনি বলেন— "আহ্‌মদীরা খৃষ্টান পাদ্রীগণ অপেক্ষা অধিকতর সফলকাম, কেননা তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী রহিয়াছে ।"

"যে ব্যক্তিই তাহাদের (আহ্‌মদীদের) আশ্চর্যজনক কার্যাবলী অবলোকন করিবে সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না যে, কিভাবে এই ক্ষুদ্র জামা'তটি এত বড় মহান জেহাদ করিতেছে, যাহা কোটি কোটি মুসলমানগণও করিতে পারে নাই ।" (কায়রো হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'আল্‌-ফাতাহ্‌', জমাদিয়ুস-সানি, ১৩৬১ হিজরী)

(৮)

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর S. G. Williamson তাহার 'Christ of Muhammad' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

"ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকুলবর্তী এলাকায় আহ্‌মদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে । শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের (ঘানার) সকল অধিবাসীদের খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইবে । এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহ্‌মদীয়াতের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নিশ্চয় ইহা খৃষ্ট-ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ । ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, ক্রুশ অথবা হেলাল-আফ্রিকাকে কে শাসন করিবে ?"

(৯)

হল্যাণ্ডের হেগ নগরীর মসজিদের উদ্বোধনের সময় তথাকার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় মসজিদটির ছবি প্রকাশিত হয় এবং এই মন্তব্য করা হয় যে "এই মসজিদটি কায়রো বা করাচীর নহে, বরং হেগ নগরীর ।" অতঃপর নিম্নোক্ত বক্তব্য জনসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরে ঃ

"ইসলাম ইউরোপের উপর দুই বার আক্রমণ চালাইয়াছিল । প্রথমবার খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন তাহারা স্পেনের শাসক ছিল । দ্বিতীয়বার তুর্কিগণ ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপের উপর আক্রমণ চালায় এবং ওয়ারসা পর্যন্ত ধাবিত হয় । কিন্তু উভয় বারই আমরা স্বীয় বাহুবলে মুসলমানদিগের মোকাবিলা করিয়া ইউরোপ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম । কিন্তু এইবার যে আক্রমণ ইউরোপের উপর করা হইয়াছে, উহা আধ্যাত্মিক এবং ইহা মানব হৃদয়ের উপর আক্রমণ, জাগতিক আক্রমণ, নহে । বর্তমানে খৃষ্ট-ধর্মের মধ্যে কি এতখানি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যদ্দারা উহার মোকাবিলা করিতে পারে ?"

(১০)

বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ লিখিত 'বাতায়ন' গ্রন্থ হইতে ঃ

"নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী ঢাকার স্কুল ইন্সপেক্টর । তাঁকে আমার এক খণ্ড কামাল পাশা, পাঠিয়ে দিলাম । লিখে পাঠালেন— ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন, জরুরী আলাপ আছে । ভাবলাম করটিয়ার স্কুল কলেজ মাদ্রাসার কোনটি সম্বন্ধে আলাপ করবেন । দেখা করলাম, বললেন, 'কামাল পাশা' পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামের জন্য আপনার আগ্রহ কত তীব্র ।"

"সামান্য খাদেমের মত আমি কিছু করতে চাই, এইমাত্র ।"

"আপনার বিনয় । আর আসলেও তো আমরা সামান্যই করতে পারি । খাঁ সাহেব! তবে খেদমতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা চাই ।"

বলুন ।

'এই জামানায় সেই রাস্তা বাতলিয়েছেন কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব ।'

'তাঁর নাম শুনেছি ।'

'তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন । তাঁর প্রভাবে যারা ইসলামের সেবা-ব্রতে নেমেছিলেন, আজ তাঁরাই দিকে দিকে তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন । মালয়ে তাঁরা, মাদাগাস্কারে তাঁরা, আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁরা, আবার ইউরোপ-আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও তাঁরাই ইসলামের পাতাকা তুলে ধরেছেন ।'

'হ্যাঁ, তাঁরা নিতান্ত মূল্যবান কাজ করছেন তা শুনেছি ।'

'তবে আপনিও এই পথে আসুন । পুথি-পত্রে ইসলামের কথা বলার মূল্য আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ফায়দা ইসলামকে জীবনে রূপায়িত করে তাই নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া। জীবনে ইসলামকে রূপায়িত করার মহিমাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি ।'

'তবে আমাদের পথে আসুন ।'
নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন এই চৌধুরী সাহেব; ধর্মোৎসাহ ছিল তাঁর অফুরন্ত; অন্তরের নির্মলতা দীপ্তি লাভ করেছিল তাঁর সুন্দর চেহারায়; পরম আদরে, পরম আগ্রহে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন । যেতে পারি নাই । কিন্তু তাঁর সে আহ্বানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সমরণ করি ।"

(১১)

মৌলভী জাফর আলী খান সম্পাদক জমিদার পত্রিকা লিখেছেন ঃ
"আহ্মদীয়া জামা'ত এক বিরাট মহামহীরূপে পরিণত হতে চলেছে । উহার শাখা-প্রশাখা সমূহ একদিকে সুদূর চীন দেশে, অপর দিকে ইউরোপেও প্রসার লাভ করেছে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি । কারণ বড় বড় গ্রাজুয়েট, অ্যাডভোকেট,অধ্যাপক ও ডাক্তার প্রভৃতির মধ্যেও এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা কাউন্ট ডেকার্ড এবং হ্যায়তোলের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শনকেও ভ্রুক্ষেপ করেন নি । এমন সব বুদ্ধিজীবীগণও আজ মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর বাজে সংলাপের উপর যেন চক্ষু বন্ধ করে ঈমান আনয়ন করছে ।"(জমিদার পত্রিকা - ২রা অক্টোবর ১৯৩২ইং)

(১২)

জনাব সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেব সম্পাদক "তাহযিবে নেসওয়া" লিখেছেন ঃ
"মির্যা সাহেব মরহুম অত্যন্ত পবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযূর্গ ছিলেন । তাঁর নেকীতে এত শক্তি ছিল যে, অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কে কোমল করে দিত । তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী আলেম, শক্তিশালী সংস্কারক এবং তাঁহার পবিত্র জীবনাদর্শ ছিল । আমরা তাঁকে "মসীহে মাওউদ" মানি না, কিন্তু তাঁর হেদায়াত ও পথনির্দেশ মৃত আত্মাসমূহের জন্য প্রকৃত পক্ষে মসীহা ছিল ।" (দেখুন তাহযিবে নেসওয়া, লাহোর, ১৯০৮ইং)

(১৩)

মৌলভী জাফরআলী খান পাক-ভারতের একজন নামকরা মুসলমান নেতা এবং "জমিদার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । তাঁহার পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে জেলা শিয়ালকোর্টে চাকুরীরত ছিলেন । তখন তাঁহার বয়স ২২/২৩ বৎসর হবে । আমি স্বচক্ষে দেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যৌবনে একজন খুবই সালেহ এবং মুত্তাকী বুযূর্গ ছিলেন ।"(দেখুন জমিদার পত্রিকা ৮ জুন, ১৯০৮)

(১৪)

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী একজন বিশিষ্ট আলেম এবং আহ্মদীয়াত–বিরোধী নেতা ছিলেন । তিনি লিখেছেন ঃ
"বারাহীনে আহ্মদীয়ার লেখক আমাদের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলের অভিজ্ঞতা অনুসারে শরীয়াতে মোহাম্মদীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরহেজগার ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন ।" (দেখুনঃ এশয়াতুশ সল্লাহ্ ৭ম খণ্ড, ৯ সংখ্যা)

(১৫)

লাহোর ফোরম্যান খৃষ্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার লোকাস সাহেব বলেন ঃ
"ভুলবশতঃ খৃষ্টানজগত এইরূপ চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন যে, মিশরের কায়রো অথবা অন্য কোন মুসলমান দেশে ইসলামের সংগে খৃষ্টানদের মোকাবেলা হবে; তাদের এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অলীক ও ভিত্তিহীন । কেননা সবেমাত্র এমন ধরণের একটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য গ্রাম হতে আমি ভ্রমণ করে এসেছি যেখানে না আছে কোন রেল, না টেলি-যোগাযোগ, আর না আছে কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা । কিন্তু সরেযমীনে আমার স্বচক্ষে সেখানে যা কিছু অবলোকন করতে পেরেছি, তার পরে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভবিষ্যতে বিশ্বধর্ম বলতে 'খৃষ্টানিটি হবে না ইসলাম হবে' —উহার চূড়ান্ত মিমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন বা অন্য কোন মুসলিমদেশের কোথাও কোন ধর্মীয় সংগ্রাম সংগঠিত হবে না । বরং এতদ্বিষয়ে চরম ফয়সালা একমাত্র সেই গণ্ডগ্রাম কাদিয়ানেই সংঘটিত হবে ।"(দেখুনঃ১৯৫৬ইং সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট লাহোর ; দৈনিক আল্ ফযল রাবওয়াহ্ '১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ইং)।